জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে

ডেনীস দিলীপ দত্ত

বিগত মার্চ মাসে পুরনো ঢাকার লক্ষীবাজার এলাকার খৃষ্টান স্কুলে ও চার্চগুলোতে যে নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল তার আজো কোন সুরাহা হল না। দেশের সরকার, প্রশাসন কেউ ন্যায়ের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে চান না, কারণ বিষয়টি ধর্মীয় স্পর্শকাতরতায় পূর্ণ। দেশের অণুবীক্ষণ সংখ্যালঘু খৃষ্টান সম্প্রদায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ এক শ্রেণীর দুষ্ট সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হবে, কোন ন্যায় বিচার পাবে না— এর থেকে বড় হতাশা এবং ক্ষোভের বিষয় সংখ্যালঘুদের আর কি হতে পারে?

বিরোধীদলও কম পিছিয়ে নন। তারাও খৃষ্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন, তাই তারা রোববারকে হরতালের জন্য একটি আদর্শ দিন রূপেই গ্রহণ করে থাকেন। বিরোধী দল কি কখনো মনে করেন যে, বাংলাদেশে খৃষ্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে এবং রোববার তাদের উপাসনার দিন। রোববার খৃষ্টান আবালবৃদ্ধ নরনারী উপাসনায় যান। উপাসনায় যেতে হলে পদব্রজে, রিকশা, স্কুটার, বাস অথবা গাড়িতে করে তাদেরকে গির্জায় যেতে হয়। হরতাল দিলে তারা কিভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করবে? রোববারকে বাদ দিয়ে অন্যদিন কি হরতাল দেয়া যায় না? যদি রোববারে হরতাল না দেয়া অসম্ভব হয় তবে অর্ধ দিবস হরতাল দেয়া যায় না? বহুবার আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি কিন্তু তাদেরকে বোঝাতে আমরা পারিনি। আমরা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে। আজকের বিরোধীদল যখন সরকারিদল ছিলেন তখন তারা জোরপূর্বক খৃষ্টীয় পার্বণে মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন। পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়ার জন্য জোরপূর্বক ইস্টারের দিন আমাদের স্কুলগুলোকে খোলা রাখতে বাধ্য করেছেন। কার কাছে এই দুঃখ জানাব এবং ক্ষোভের কথা বলব?

বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের উত্তরসূরি। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম অসাম্প্রদায়িক, শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের জন্য।' দেশকে অসাম্প্রদায়িক, শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে হলে একটি বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণমুখী, উৎপাদনমুখী, নীতিজ্ঞানপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। বর্তমান সরকার ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সুপারিশসমূহ যুগোপযোগী করে তোলার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তাদের ১৯১ পৃষ্ঠার মুদ্রিত রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছেন। বর্তমানে রিপোর্টটি জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে। অপরদিকে জাতীয় কারিগরি শিক্ষা ইন্সটিটিউট পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশসমূহ কিভাবে মূল্যায়ন, বাস্তবায়ন ও অর্থায়ন করা যায় সে বিষয়ে একটি রিপোর্টও প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন। ৬ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি বলেছেন যে, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত ৩০ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ দেশে শিক্ষা ব্যয় বর্তমান জাতীয় আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ। কিন্তু শিক্ষানীতির বর্তমান সুপারিশসমূহ যদি বাস্তবায়ন করতে হয় তবে শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের ৪·৫ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। বর্তমান সরকারকে এই শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করতেই হবে। যদি বর্তমান সরকার তাদের শাসনামলে এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হন এবং আগামী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন না হন তবে বর্তমান বিরোধীদল ক্ষমতায় এলে এই শিক্ষানীতিকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করবেন। কেন করবেন সে কথা এখন না-ই বললাম।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কে বাংলাদেশের খৃষ্টীয় সমাজের কিছু বক্তব্য আছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি '৯৭-এর প্রতিবেদনের ১২ পৃষ্ঠায় (এবং ১১ পৃষ্ঠায়) মাধ্যমিক শিক্ষার সুপারিশমালার ১১ সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, ''সরকারের নির্ধারিত হারের চেয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান বেশি হারে বেতন আদায় করে, যারা চাঁদা আদায় করে, যাদের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং মিশনারি, ট্রাস্ট ও দেশী-বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বরাদ্দ দেয়া চলবে না। তবে অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। তবে সরকারের অনুমতিক্রমে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও- লেবেল, এ-লেবেল চালু রাখতে পারবে।'' এখানে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ''মিশনারি'' দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় বলতে খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় বলতে চেয়েছেন। এটাই যদি তারা বুঝাতে চেয়ে থাকেন তবে তারা ভুল করছেন। কারণ বর্তমানে বাংলাদেশে মিশনারিরা কোন স্কুল পরিচালনা করেন না কিন্তু চার্চই এগুলো পরিচালনা করে থাকেন। বাংলাদেশে কোন পাশ্চাত্য দেশের মিশনারিরা চার্চের নেতৃত্ব দেন না বরং বাঙালি খৃষ্টভক্তরাই চার্চের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সুপারিশ করেছেন যে, ''মিশনারি'' দ্বারা (খৃষ্টানদের দ্বারা) পরিচালিত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়কে সরকারের খাত থেকে কোন অর্থ বরাদ্দ করা চলবে না। কেন চলবে না? খৃষ্টানদের স্কুলগুলোর শিক্ষার মান কি অন্যান্য স্কুল থেকে নিম্নে? খৃষ্টানদের স্কুলের পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা (ফ্যাসিলিটিজ) কি দেশের অন্যান্য স্কুলের থেকে অনুন্নত? খৃষ্টান স্কুলগুলোর ছাত্র বেতন কি অন্যান্য স্কুলগুলো থেকে বেশি? খৃষ্টান স্কুলগুলোতে কি শুধুমাত্র খৃষ্টানরাই অধ্যয়ন করে? খৃষ্টান স্কুলের শিক্ষকগণ কি সবাই খৃষ্টভক্ত? খৃষ্টান স্কুলের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি কি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত নয়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এবং সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলে শিক্ষার মান অন্যান্য স্কুল থেকে উন্নততর। এই স্কুলের শিক্ষকমন্ডলীতে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষকগণ আছেন। শিক্ষার্থীদের শতকরা ৯৮% নন-খৃষ্টান। খৃষ্টান স্কুলের পরিবেশ ও ফ্যাসিলিটিসমূহ অবিসংবাদিতভাবে অন্যান্য স্কুল থেকে মনোরম এবং উন্নততর। খৃষ্টান স্কুলের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় নকল করে না, তারা ভদ্র এবং নম্র। খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অবশ্যই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে অনুসরণ করে থাকে। আমার এই বক্তব্যগুলো যদি সত্য হয় তবে তাদের প্রতি কেন এই বৈষম্যমূলক আচরণ? কেন এই অমানবিক এবং সাম্প্রদায়িক সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে? এ দুঃখের কথা, ক্ষোভের কথা কাকে শোনাব? শিক্ষামন্ত্রীর কাছে লিখেছিলাম (জানুয়ারি ২১, ১৯৯৮) যেন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে খৃষ্টান শিক্ষা কমিশন থেকে একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে হ্যাঁ বা নাবাচক কোন উত্তর তিনি বা তার দপ্তর দেননি। সৌজন্য প্রকাশের এই দীনতা কাকে বলব?

বাংলাদেশের খৃষ্টভক্তেরা বিশ্বাস করে যে 'দেশ তাদের কি দিয়েছে সেটা বড় কথা নয়, বরং তারা দেশকে কি দিচ্ছে সেটাই তাদের কাছে মহত্তম বিষয়'। শিক্ষাদানে বাংলাদেশের খৃষ্টান বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলোর অবদান কি কেউ অস্বীকার করবেন? শিক্ষাক্ষেত্রে যদি খৃষ্টান বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলো জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সেবা করে থাকে তবে কেন সরকারের শিক্ষাখাত থেকে অর্থ বরাদ্দ করা চলবে না?

সরকার দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, টোল-চতুষ্পাঠী ও সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পালি টোলগুলিতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকেন? এই শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা কে বা কারা উপকৃত হয়ে থাকেন? দেশে মুসলিম, হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের ধর্ম শিক্ষার জন্য রয়েছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড এবং বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি বোর্ড। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) হিসাব অনুযায়ী দেশে মোট ১৫,৫৪১টি মাদ্রাসা রয়েছে। অপর দিকে বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১১০টি টোল চতুষ্পাঠী ও কলেজ আছে। সরকারি স্কুল ও কলেজে ছাত্রপ্রতি সরকারি ব্যয় যথাক্রমে ২,৮১৩ টাকা এবং ৯৫৯ টাকা। কিন্তু সরকারি মাদ্রাসায় ছাত্রপ্রতি ব্যয় হচ্ছে ৭,৬০৩ টাকা। অপরদিকে বেসরকারি স্কুল ও কলেজে ছাত্রপ্রতি ব্যয় যথাক্রমে ৬৭৮ টাকা ও ১,০৮৯ টাকা। সেক্ষেত্রে বেসরকারি মাদ্রাসা খাতে ছাত্র প্রতি ব্যয় হচ্ছে ১,২১১ টাকা।

অপরদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধদের জন্য শিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি '৯৭ বলেছেন, ''সংস্কৃত টোল চতুষ্পাঠী ও কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের কোন বেতনক্রম নেই। তারা ৩০% মহার্ঘ ভাতাসহ মোট ১৪৯ টাকা ৫০ পয়সা ভাতা পান। তাদের ছাত্ররাই পরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্ম/ক্লাসিকাল শিক্ষক হিসেবে বেতন স্কেলের আওতায় বেতন পান। কিন্তু এদের জন্য ১৯৪৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত কোন বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হয়নি। একজন কর্মচারীর বেতন ৫০ টাকা + ৩০% মহার্ঘ ভাতা'' (পৃষ্ঠা ৮২)। সংখ্যালঘুদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এ বৈষম্য কি বাঞ্ছনীয়। কে দেবেন এর উত্তর?

আমি সবিনয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কয়েকটি পরামর্শ দিতে চাই। দয়া করে এই পরামর্শগুলো গ্রহণ করে আমাদের ক্ষোভ ও হতাশা দূর করুন এবং দেশ গঠন ও উন্নয়ন কাজে আমাদের উৎসাহিত করুন।

১। 'মিশনারি পরিচালিত' শব্দদ্বয়ের স্থলে 'খৃষ্টানদের দ্বারা' অথবা 'চার্চ পরিচালিত' এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করুন।

২। খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়গুলো অলাভজনক সেবা প্রতিষ্ঠান। এইসব বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়গুলো অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও সরকারি অনুদান প্রদান অব্যাহত রাখা হোক।

৩। বাংলাদেশ খৃষ্টান চার্চ পরিচালিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বর্তমানের প্রচলিত ধারায় অর্থাৎ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের মাসিক প্রারম্ভিক বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ এবং আনুষঙ্গিক কিছু আর্থিক সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখা হোক।

৪। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যে বিশেষ সুবিধাদি (বিশেষ পরিচালনা পরিষদ, অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা/প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ) চার্চ পরিচালিত বিদ্যালসয়সমূহে প্রদান করা হয়েছে তা অব্যাহত রাখা হোক।